জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য /১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, [মা]সের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন [প্রতিবার] ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক [ব]ৎসরাধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। [...]নর বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় [...] ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে [...]ঠিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্ট, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

বড়বাজার।

১৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১০ই আষাঢ় বুধবার ১৩৩৭ ইংরাজী 25th June 1930. | ৪র্থ সংখ্যা।

হিলিংবাম

[..] ৩৬ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই, এম, এস, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস ইত্যাদি। একত্রিত অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম [আ]সিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি [র]ক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, [নূত]ন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই [স্যা]ণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫।০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে

কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে–শ–র–ঞ্জ–ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে–শ–র–ঞ্জ–ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে–শ–র–ঞ্জ–ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে–শ–র–ঞ্জ–ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে–শ–র–ঞ্জ–ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে–শ–র–ঞ্জ–ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে–শ–র–ঞ্জ–ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

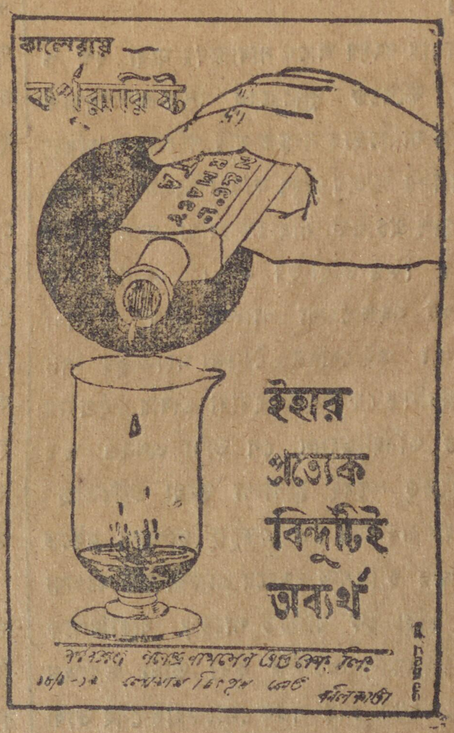

মূল্য আট আনা মাত্র

কর্পূরারিষ্ট ঘর কারয়া রাখা উচিত।

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ,

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সাইকেল ও সাইকেলের সরঞ্জাম।

আমাদের দোকানে টায়ার, টিউব, পাম্প, সিট, বেল, লাইট, চেন, হুইল প্রভৃতি নানারকম সাইকেলের সরঞ্জাম বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। বাজার অপেক্ষা সুবিধা দরে পাইবেন। অর্ডার দিলে সাত দিনের মধ্যে সাইকেল পাইবেন। সকল প্রকার মেরামতী কাজও করা হয়। প্রাইমাস ষ্টোভ ও ষ্টোভের সমস্ত পার্টস্ সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

শ্রীকেনারাম চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১০ই আষাঢ় বুধবার ১৩৩৭ সাল।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা ও আমাদের আশা

৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে কথা ও কাব্য-সাহিত্যের প্রতিপত্তিই অত্যধিক। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যে পরিমাণে মন্থর গতি, কথা ও কাব্যসাহিত্য সেই পরিমাণে দ্রুত হইতে দ্রুততম বেগে প্রধাবিত। সাহিত্যের এই গতি-বেগ, পুরাতনের সর্ব্বপ্রকার বিধি নিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া, তথাকথিত "তরুণ"কে বরণ করিতে ব্যস্ত। উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয় বাড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান কালের বিপুল কলেবর মাসিক বা সুলভ সাপ্তাহিকের প্রতি পৃষ্ঠাই এ বক্তব্যের সমর্থন করিবে।

একদিন বাঙ্গলার এক গৌরবময়ী প্রতিভা সাহিত্যের ভাষার জন্য অশিক্ষিতের অসাধু ভাষাকে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ভাষার গতি-প্রবাহকে কোন নির্দ্দিষ্ট খাত হইতে ফিরাইয়া, তাহাতে শতমুখী, সহস্রমুখী করিয়া বাঙ্গলার জনসাধারণের আয়ত্বাধীন করা। উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু উপায় সমীচীন নয়। না হইলেও সেই প্রতিভালোক-ঝলসিত-চক্ষু তরুণের দল, এই নবীন অরুণকেই বরণ করিয়া লইল—দলে দলে এই আলোকে আত্মসমর্পণ করিল।

আড়াই হাজার বৎসর আগে সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যেরাও তৎকাল-প্রচলিত সাহিত্যের সংস্কৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া দেশ-প্রচলিত পালির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, এই দেশ-প্রচলিত সাধারণ-বোধ্য ভাষাই বুঝি চিরস্থায়ী হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। দেশের জনসাধারণের নিকট সহজ-বোধ্য পালিই ক্রমে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সেদিনও চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য সম্প্রদায় দেশ প্রচলিত যে সাধারণ-বোধ্য ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে ভাষা এখনও তত অবোধ্য না হইলেও ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে। চারিশত বৎসরের ব্যবধানে যদি এতটুকু দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে, তবে আর চারিশত বৎসরে একেবারেই অবোধ্য হইবে কি না তাহা কে বলিতে পারে? যাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য তৎকাল প্রচলিত কথ্য ভাষা অবলম্বন করা হইয়াছিল, এখন সেই সকল লোকেরাই সেই ভাষা একেবারেই বুঝিতে অক্ষম।

এইরূপই হয়। কথিত ভাষা ক্রমেই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাই তাহার স্থায়ী আকার দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভাষার স্থায়ী রূপ না হইলে তাহাতে স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর নহে। এই প্রয়োজন বুঝিয়াই, একদিন অতীত যুগের কথিত ভাষাকে সংস্কার করিয়া সাহিত্যের ভাষা করা হইয়াছিল এবং সাহিত্যের সেই ভাষায় নাম দেওয়া হইয়াছিল "সংস্কৃত"। এই "সংস্কৃত" ভাষা কেহ কোন কালে কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করিতেন না; কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করিতেন তৎসময়ের কথ্য ভাষা "প্রাকৃত", যাহা প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে গৃহীত এবং যাহাকে সংস্কার করিয়া সংস্কৃতের জন্ম।

এই কথ্য প্রাকৃতও দেশভেদে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানা নামে প্রচলিত ছিল। এক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশের ভাষা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল, বুঝিবার উপায় ছিল না যে ইহারা এক ভাষা হইতে উৎপন্ন। এই পার্থক্যের জন্যই এক ভাষাভাষী ব্যক্তি অন্যের ভাষা বুঝিতে পারিত না। পরস্পর পরস্পরের ভাষা না বুঝিবার ফলেই অতীত যুগের মহাভারত কালে ছোট ছোট খণ্ড ভারতে পরিণত হইয়াছিল। এক খণ্ডের লোকে অন্য খণ্ডের লোকের কথাবার্ত্তা বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর সহানুভূতি শূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি পরস্পর বিদ্বেষ বিশিষ্ট হইয়া কলহের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কলহের ফলেই ভারতের অধঃপতন।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষা, আসামের ভাষা ও উড়িষ্যার ভাষা মূলে যে এক তাহা তাহাদের রূপ দেখিয়াই বোধগম্য হয়। যদিও একজন অশিক্ষিত উড়িয়ার কথিত ভাষা একজন বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু তবু যে উহা একই ভাষা হইতে উদ্ভূত, তাহা উভয় ভাষাভাষী শিক্ষিত গণের ভাষা—অর্থাৎ "সাধুভাষা"র পরিচয় লইলেই বুঝিতে পারা যায়। "সহকার" নামক উড়িয়া মাসিকপত্র হইতে একটা সমালোচনার এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

"হিন্দু গো মাতা পূজা করে ও গো-সেবা গো-দান গো-প্রদক্ষিণ ইত্যাদি কর্ম্মরে পুণ্য অর্জ্জন করে। এহি পুস্তক প্রকাশ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মর গোভক্তি গৌরব উজ্জ্বলী ক্রুত হইয়াছি। * * * * গ্রন্থকার পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা সমস্ত হিন্দুজাতির সম্মানার্হ হইয়ন্তি।"

হয়ত আমাদের মুখে উড়িয়া উচ্চারণের ধ্বনির বিশিষ্টতা রক্ষা হয় না। না হইলেও সাধু বাঙ্গলার সহিত সাধু উড়িয়ার পার্থক্য যে কোথায় ও কতটুকু, তাহার পরিচয় বোধ হয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উড়িয়ার মতই আসামীর সঙ্গে বাঙ্গলার পার্থক্য খুবই কম। একই ভাষা প্রাদেশিকতার মোহে পড়িয়া তিনটী পৃথক ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

আমার ত বোধ হয়, এই ভাষাভেদের জন্য আমাদের জাতীয় জীবনের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এখন উড়িয়া ও আসামীকে আমরা অ-বাঙ্গালী, সুতরাং পৃথক জাতি বলিয়া ভাবি। তাঁহারাও আমাদিগকে ঠিক ঐরূপই ভাবেন। সুতরাং এই ভাষাভেদের জন্যই আমরা "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইয়াছি—সবাই সবাইকে ভুলিয়াছি—ছোট ছোট সীমা রেখায় আবদ্ধ হইয়া নিজেরাও খুব ছোট খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। এখন সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।

লিখিত সাহিত্যের আলোচনা করিবার জন্য যখন লেখাপড়া জানা প্রয়োজন, তখন আর লেখাপড়া না জানা লোকের ভাষা লইয়া সাহিত্য রচনার প্রয়াস কেন? লেখাপড়া না জানা লোকদিগের সঙ্গে, লেখাপড়া জানা লোকদিগের ভাবের আদান-প্রদানই নাকি ইহার একমাত্র কারণ। তাই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, কোন্ প্রদেশের ভাষা লইয়া সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে? কলিকাতার—না, কুচবিহারের? চট্টগ্রামের—না, মেদিনীপুরের?

আমরা অর্থাৎ লেখাপড়া-জানা লোকেরা, লেখাপড়া না-জানা লোকদিগকে যতখানি অবুঝ মনে করি, বাস্তবিক কিন্তু তাহারা ততখানি অবুঝ নয়। আমরা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য "নূতন"কে "নতুন" আকারে লিখিয়া ভাবি এইবার লেখাপড়া না-জানা লোকদের "নতুন" কথাই বুঝাইলাম! এবং এইরূপ চিন্তাতেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। বাস্তবিক কিন্তু যাহা ভাবি, প্রকৃতপক্ষে তাহা অন্যরূপ। যাহারা "নতুন" বলে, তাহারা "নতুনের" মত "নূতন"ও বুঝিতে পারে। "করিলাম" এই ক্রিয়াপদ কথ্য ভাষায় "কর্‌লাম" হয়; ক্রমে এই "কর্‌লাম" হইতে "ক'লাম" অথবা "কল্লাম" হইয়া থাকে। ও অঞ্চলে এই "লাম" রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া "লুম" ধারণ করে। তাই সেখানে "ক'র্‌লাম" "কর্‌লুম" হ এখন বাঙ্গলার সাহিত্যের বাজারে "লাম" চলিবে কি "লুম" চলিবে? দুইটাকেই চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে! যাহারা "মুই কল্লাম" বলে, তাহারা "আমি করিলাম" এ কথাটাও বোঝে। যদি বোঝে তবে তাহাদের জন্য সাহিত্যের ভাষায় "মুই কল্লাম" উপস্থিত করা উচিত হইবে কি?

উচ্চারণের অনুরূপ বর্ণবিন্যাস না করিয়া, বর্ণবিন্যাসের অনুরূপ উচ্চারণের অভ্যাস করানই উচিত, "অক্ষয়" এই শব্দটি বর্দ্ধমান সন্নিহিত পল্লীগ্রামের লেখাপড়া না-জানা লোকেরা ও স্ত্রীলোকেরা "ওক্ষয়" এই প্রকার উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথ্য ভাষাকে প্রশ্রয় দিতে যাইয়া সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রকে কি "ওক্ষয়চন্দ্র" লিখিতে হইবে? "উই" পোকাকে সকলেই প্রায় "রুই" পোকা বলেন বলিয়া সাহিত্যে কি "রুই" চলিবে? যাঁহারা "রুই" বলেন, তাঁহারা "উই"ও বোঝেন। সুতরাং অশুদ্ধ "রুই" ছাড়িয়া শুদ্ধ "উই" রাখাই ভাল।

অনেক "অ"ই "ও"এর মত উচ্চারিত হইয়া থাকে; যেমন, লিখি "অসুর" বলি "ওসুর"। লিখি "অবিনাশ" বলি "ওবিনাশ" ইত্যাদি। উচ্চারণের অনুরূপ বর্ণ-বিন্যাস করিতে হইলে এইরূপ শব্দসমূহের "অ"কারের স্থানে "ও"কার লিখিতে হইবে। সেটা যে সাহিত্যের বিশুদ্ধি রক্ষার্থে নিতান্তই অসঙ্গত ও অশোভন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা বোধ হয় না করিলেও চলে। এখানে বর্ণ-বিন্যাসের অনুরূপ উচ্চারণ করিবার অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য। যাহাতে সাধু বাঙ্গলার আদর্শ ঠিক থাকে, তাহার বিশিষ্টতা নষ্ট না হয়, এবং প্রাদেশিক বাঙ্গলার মোহে অখণ্ড বঙ্গের ভাষা যাহাতে খণ্ড বাঙ্গলায় পরিণত না হয়, সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত।

উন্নতিশীল বাঙ্গলা ভাষাকে বিধ্বস্ত ও খণ্ড বিখণ্ড করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে দুর্ব্বল ও খর্ব্ব করার জন্য একদিন একজন প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনীতিবিদ এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গলার চারিটী প্রাদেশিক ভাষায় বাঙ্গালী সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার আয়োজন চলিতেছিল। তখন বাঙ্গালী নিম্ন-শিক্ষার এই অভিনব পন্থাকে সর্ব্বনাশের সোপান জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐরূপ প্রতিবাদের ফলে যদিও প্রকাশ্যে চারিটী প্রাদেশিক ভাষা নিম্নশিক্ষায় প্রচলিত হয় নাই বটে, কিন্তু নিম্নশিক্ষা প্রাদেশিকতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই; তাই তাহার আওতায় পড়িয়া নিম্নশিক্ষা যে উপযুক্ত প্রসারলাভ করিতে পারে নাই, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন। পূর্ব্বের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক এবং আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের তুলনা করিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে।

ঐরূপ তুলনা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি বলিতে চাই, সেকালে আমরা যে কারণে প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, আজ আমাদের বংশধরেরা সেই কারণটাকেই সাহিত্য মন্দিরে টানিয়া আনিতেছেন। তাঁহারা এখন কথা ও কাব্য সাহিত্যে প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দিতেছেন—বাঙ্গলার এক প্রান্তের ভাষাকে অন্য প্রান্তের ভাষা হইতে পৃথক করিয়া দিবার আয়োজন করিতেছেন। হয়ত সেটা তাঁহাদের অজ্ঞতাদারেই হইতেছে।

সাহিত্য-স্রষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন এবং লোকশিক্ষা। কলাকৌশলী কবির সৌন্দর্য্য সৃষ্টির দ্বারা সকল লোকই সমানভাবে আনন্দানুভব করিতে পারে কিন্তু লোক শিক্ষার গুরু দায়িত্ব সর্ব্বত্রই সকলের পক্ষে একরূপ হইতে পারে না। কারণ প্রত্যেক জাতির আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাই সেই জাতির পক্ষে কল্যাণকর। বিশ্ব মানবতার নামে কোন এক জাতির আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক জাতিই যখন স্বাধিকারে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে, তখনই বিশ্বমানবতার সার্থকতা, তাহার আগে নয়। সুতরাং প্রত্যেক জাতির জাতীয় সাহিত্য জাতীয় আদর্শের

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল"

রেড ক্রশ
ক্যাষ্টর অয়েল
NATURE'S OWN HAIR GROWER

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সঙ্গীত সাধনার যোগ্যতম উপাদান
গোল্ড মেডেল
হারমোনিয়ম

প্রত্যেক পর্দ্দার এক একটী নিখুঁত সুর গায়কের হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সঙ্গীতকে আরও মধুর করে তোলে, আর সেই সুরে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে।

পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং
৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তারের ঠিকানা—'মিউনিসিয়ানস' ফোন—কলিকাতা ৩৯৫৮

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাক্তার নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

খাঁটি পদ্মমধু
(SELLER'S LOTUS HONEY.)

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা সেলার্স "লোটাস ব্র্যাণ্ড" আসল পদ্মমধুই যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ভারতের বড় বড় সহরে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। সাবধান সস্তার কুহকে নকল লইবেন না। আসলের জন্য "সেলার্স" বলিয়া চাহিবেন। ইহাই একমাত্র নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। চাহিলেই প্রশংসাপত্র সম্বলিত বিশেষ বিবরণ পুস্তিকা বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে পাইবেন। অদ্যই পত্র লিখুন।

বাথগেট এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্,
১৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুলভে উৎকৃষ্ট জুতা

গঠনে ও স্থায়ীত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং
সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের এবং বালক বালিকাদিগের উপযোগী আধুনিক ফ্যাসানের সকল প্রকার জুতা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে, এবং অর্ডারানুযায়ীও তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই পত্র লিখুন।

ডব্লিউ, এস, ডসন এণ্ড কোং
মেইল অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট—
১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
খুচরা বিক্রয়ের ঠিকানা—
ই ৮৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
ফোন—২৯৪০ কলিকাতা] [টেলি—এমব্রোকেস কলিঃ

বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে - -
নূতন অলঙ্কার আপনার - - -
প্রিয়জনকে প্রীতি সম্পাদন করিবে -

আমাদের আয়োজন, অভিজ্ঞতা,
পরিকল্পনা ও গঠন পারিপাট্য অতুলনীয়

'LIVETIME' হাতঘড়ি
সুদৃশ্য, সুলভ এবং সুন্দর সময়রক্ষক।

ঘোষ এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এবং ওয়াচ মেকার্স
১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন কলিকাতা—২৫৯৭
টেলিগ্রাম GHOSHONS'—Cal.

অনুগামী হইলেই জাতীয় লোকশিক্ষার উপযোগী হইতে পারে।

লোকশিক্ষা দিতে হইলে ভাষার একতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় এতক্ষণ আমরা সেই কথাটাই বলিয়া আসিয়াছি। তবে এখন আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, সাহিত্য সাধনায় ভাষার আদর্শ স্থির না রাখিলে সিদ্ধি সুদূরপরাহত —সাধকবর্গের অনিষ্টও যথেষ্ট।

কথোপকথনের ভাষায় সাহিত্য গড়িতে যাওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলিকাতার কথ্য ভাষা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে দেখিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ঢাকাই কথ্য ভাষাকে সমাদরে গ্রহণ করা হয়, এবং চট্টগ্রাম যদি নিজের কথ্য ভাষাকেই মূর্ত্তিদান করিয়া রাঢ়ের মূর্ত্তিকে দূরে সরাইয়া দেয়, তাহা হইলেই ত অখণ্ড বাঙ্গলার এক ভাষা চারিটী খণ্ড বাঙ্গলার প্রাদেশিক ভাষায় বিভক্ত হইয়া যাইবে। একদিন যে কারণে আসাম বাঙ্গলার অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আজ আবার কলিকাতা হইতে ঢাকাকে এবং বীরভূম হইতে চট্টগ্রামকে ঠিক সেই কারণেই কি পৃথক করিয়া দিতে হইবে? কিন্তু সে কার্য্য ত কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা মিলনেরই অনুরাগী, বিচ্ছেদের পক্ষপাতী নহি।

সাহিত্যের জন্য এমন একটা আদর্শ ভাষা স্থির করা উচিত, যে আদর্শের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইলে সকল প্রাদেশিক ভাষাই একলক্ষ্যে উপস্থিত হইবে; খণ্ড বাঙ্গলা আবার অখণ্ড বাঙ্গলায় পরিণত হইবে। সে আদর্শ কি আমাদের নাই? কলিকাতার বঙ্কিমচন্দ্র, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ও চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্র ভাষার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবপ্রকাশে এবং লোকরঞ্জনে সমান শক্তিসম্পন্ন। ঐ আদর্শ ভাষা মার্জ্জিত হউক—সরল হউক—সৌন্দর্য্যপূর্ণ হউক, কিন্তু তাহার মধ্যে যেন প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। এই প্রাদেশিক ভাষার মোহমুগ্ধ বাঙ্গালী লেখকগণের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে লিখিয়া যদি দেশকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে না পারিলাম তবে সে লেখনী ধারণে ফল কি? লেখকের উদ্দেশ্যই হইবে জাতি গঠন করা—জাতীয় জীবনে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করা।

সাহিত্যের ভিতর দিয়াই জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়; সেই সাহিত্যই যদি দুর্ব্বল ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উদ্দেশ্য যে অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে। জাতীয় জীবন গঠন করিতে যাহা প্রত্যেক মানবের প্রার্থনীয়, আমরা সাহিত্যের ভাষায় স্বেচ্ছাচার ঘটাইয়া সেই প্রার্থনীয় উপায়কে দূরে রাখিতেছি কিনা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই বিবেচনা করিবেন।

পিকেটিংয়ে গ্রেপ্তার।—অবগারী দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করিবার অপরাধে গত ১১ই জুন তারিখে কৃষ্ণনগরে ছয়জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তারপর সেইদিনেই সন্ধ্যার সময় জামিনে খালাস পাইয়াছেন।

মিলের হিসাব।—ভারতে ৩৩৫টি মিল আছে। ঐ মিলে দৈনিক ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৯ শত ২১ জন লোক কার্য্য করিয়া ১০ কোটী ভারতবাসীর কাপড় উৎপাদন করিতে পারে। বিলাতী কাপড় বন্ধ হইলে বাকী ২৩ কোটী লোকের কাপড় কোথা হইতে আসিবে? এই গেল কাপড়ের হিসাব। খাবার হিসাবে দেখা যায়, ন্যূন পক্ষে ১০ লক্ষ ভারতবাসী উপবাস করিয়া থাকে।

মেথরের অদ্ভুত কাণ্ড।—রাজসাহীতে এক মদের দোকানে পিকেটিং করা হইতেছিল। ইহা দেখিয়া সত্যাগ্রহীদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এক মেথর ড্রেনের ময়লা মাখিয়া আসিয়া দোকানে প্রবেশ করে। দোকান হইতে সে মদের বোতল লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে এক সত্যাগ্রহী যাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মদ্যপান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করে। ইহাতে অভিভূত হইয়া মেথর বোতল রাখিয়া চলিয়া যায়।

বায়স্কোপ দেখা বালকদের নিষিদ্ধ।—কানাডার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাদের বায়স্কোপ দেখা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের মতে এই অল্প বয়সে ঐরূপ ছবি দেখিলে তাহাদের নৈতিক অবনতি হয়। দেশে রাজাদেশ দ্বারা এই দোষ দূর করা সম্ভব নয় —অভিভাবকগণের এই সুনিয়ম প্রচলন করিয়া বালক বালিকাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা হইতে বাঁচান উচিত।

যাবজ্জীব দ্বীপান্তর।—বরিশালে জহুরা নাম্নী একজন মুসলমান যুবতী তাহার স্বামীকে ভাতের সঙ্গে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করাতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ পায়। প্রকাশ যে, উক্ত যুবতী তাহার উপপতির প্ররোচনায় এই কাজ করিয়াছিল। সে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে।

বিলাতী ঔষধ আমদানী।—এবার লাহোরে অল-ইণ্ডিয়া মেডিকেল কনফারেন্সে ইংলণ্ডে প্রস্তুত ঔষধ বর্জ্জন করার প্রয়োজন অনুভব সকলে করিয়াছিলেন। স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ চিকিৎকগণ যাহাতে এই উদ্দেশ্য সফল হয় সে চেষ্টা করিতেছেন। দেশীয় ঔষধের প্রচলনে দেশীয় লোকের উপকার হইবেই।

বালকের ফটো—
কখনও পুরাতন হয় না;
কেননা ইহা নবীনের আলোক মাখা।
পত্নীর ফটো—
কখনও মলিন হয় না;
কেননা ইহা প্রেমের স্মৃতি জীবন্ত রাখে।
আপনার ও আপনার পত্নীর একত্র ফটো—
জীবনের স্মৃতিটীকে চিরদিন রঙ্গীন,
স্থায়ী ও মধুর রাখে।
অবসর সময়ে আপনাদের ফটো তোলার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া খবর দেন।
ফটোগ্রাফার—এ, সি, ব্যানার্জ্জী।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বর্ষা আসিতেছে
ছাদের জন্য
লোহার কড়ি
বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি শীঘ্র সংগ্রহ করুন। উচিত মূল্য ও সততার জন্য প্রসিদ্ধ।
নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

=সুরবল্লী কষায়=
—সুস্বাদু, খেতেও কোন হাঙ্গামা নাই—

দৌর্ব্বল্য
রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সুরবল্লী কষায় বিশেষ উপযোগী কারণ এই সালসায় এমন সব উপাদান আছে যা'তে স্নায়ু ও মাংসপেশী বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে মাত্রা ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

চর্ম্মরোগ
খোস পাঁচড়া চুলকানি ইত্যাদি রোগে দূষিত রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবস্থা হ'লে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করবেন। এই সালসা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রত্যেক দিন আমাদের ঔষধালয়ে প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায়
সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
এক শিশি ১৷৷০ টাকা
তিন শিশি ৩৸০ আনা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা,
কলিকাতা।

বিনা মূল্যে ! বিনা মূল্যে !! বিনা মূল্যে !!!

শ্বেতকুষ্ঠ (ধবল)

আমাদিগের আফিসে আসিয়া দেখাইলে বিনা মূল্যে শ্বেত কুষ্ঠের একটী ছোট সাদা দাগ আরাম করিয়া দেওয়া হয়। ।৹ চারি আনা পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়। মূল্য ছোট শিশি ২৲ টাকা। বড় শিশি ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ পাঁচ আনা।

গলিত কুষ্ঠের রোগীকেও পত্রের দ্বারা আরোগ্য করা হয়।

জ্বরের জন্য সুমিষ্ট ঔষধ।

অতি সুমিষ্ট। অতিশীঘ্র জ্বর আরোগ্য হয় এবং বলবৃদ্ধি করে।

সুমিষ্ট প্রাণসঞ্জীবনী।

এক দিনেই সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়া দেহে বলবৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দাঁত পরিষ্কার পূর্ব্বক সাত দিনের মধ্যে শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। ৭ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ॥৵ আনা। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ আনা।

বৃদ্ধ কেন ?

রাজবৈদ্য চুলের কলপ।

লাগাইলে সাদা চুল ঘোর কাল, মসৃণ ও চিক্কণ হয় এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমরের ন্যায় কাল থাকে। মূল্য বড় শিশি ১৵০ টাকা। ছোট শিশি ॥৵০ আনা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵০ আনা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনার শিশি বিনা খরচে পাঠান হয়।

রাজবৈদ্য শ্রীবামনদাসজী কবিরাজ।

১৫২, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

তার পাঠাইবার ঠিকানা—"রাজবৈদ্য", কলিকাতা।

MOTOR CARS 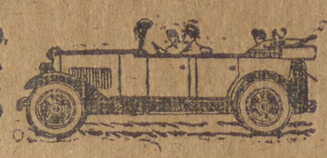 MOTOR BUS

THE NEW FORD.

নূতন মডেল ফোর্ড কার

এবারে আসিয়াছে।

ইহাতে স্পোক হুইল, চারি চাকায় ব্রেক ও শক্ এবজরভার এবং গিয়ারযুক্ত ইহার ডিজাইন সম্পূর্ণ নূতন। সম্মুখে পশ্চাতে বাম্পার, স্পীডো-মিটার, মাইল মিটার, আম্ মিটার, পেট্রল মিটার, ষ্টপ লাইট, ড্যাস লাইট ইত্যাদি নানারূপ নূতনতর ফিটিংস্ দ্বারা সুসজ্জিত।

এরূপ সর্ব্বসুন্দর গাড়ী এত অল্প দামে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিক্রয় হয় নাই।

ইহা ৪০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত, ঘণ্টায় ৬০ মাইল স্পীড্ এবং এক গ্যালন পেট্রলে ৩০ মাইল রাস্তা যাইবে।

দাম—২৫২৫৲ টাকা।

কিস্তি করিয়া টাকা দিবার উত্তম ব্যবস্থাও আছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেন্টস্কে পত্র লিখুন বা এখানে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

Ford SALES AND SERVICE

বনয়ারীলাল মুখার্জী এণ্ড সন্স।

খাগড়া পোঃ (মুর্শিদাবাদ)

বিশুদ্ধ বাদাম তৈল

এই বাদাম তৈলে কোন প্রকার খনিজ তৈল (হোয়াইট অয়েল) মিশ্রিত নাই। যত প্রকার বাদাম তৈল বাজারে চলিতেছে তার মধ্যে আমাদের বাদাম তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রত্যেক শিশি ও বোতলের গায়ে লাল লেবেলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া আছে। কেহ আমাদের বাদাম তৈলে ভাজাল বাহির করিতে পারিলে ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্রয়কালিন আমার নামযুক্ত লেবেল দেখিয়া লইবেন।

ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

৩১।৩৩ মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

মহারাজা, রাজা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা।

বাতের তৈল

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে ফলপ্রদ।

মূল্য ৪ আউন্স শিশি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন বিশ্বাস কবিরত্ন

সোণামুখী অফিস,

মণিগ্রাম পোঃ, (মুর্শিদাবাদ।)

বসাকের "চেষ্টার জল—চেষ্টার ফল"

বসাক ও কহিনূর ট্রাঙ্ক।

যাহা সমগ্র ভারতে কেহ পারিল না, বসাক তাহা সাধন করিয়াছে। কেবল এই ট্রাঙ্কগুলি নহে, এই সমস্ত ট্রাঙ্ক প্রস্তুতের মেসিনগুলি পর্য্যন্ত বসাকের নিজ উদ্ভাবিত এবং নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

ইহাদের তালার উপরে তিন অঙ্গুলি অন্তর যে সকল আধ গোলা ডাঁসা আছে, উহাদের প্রত্যেকটী আধ মণ ওজনেরও বেশী ভার সহিতে পারে। আবার সমস্ত গায়ে তলা পর্য্যন্ত ঘন ঘন "চুরি" তোলা।

তুলনায় ইহার মত দেখিতে সুন্দর, মজবুত ও সস্তা ট্রাঙ্ক আর নাই।

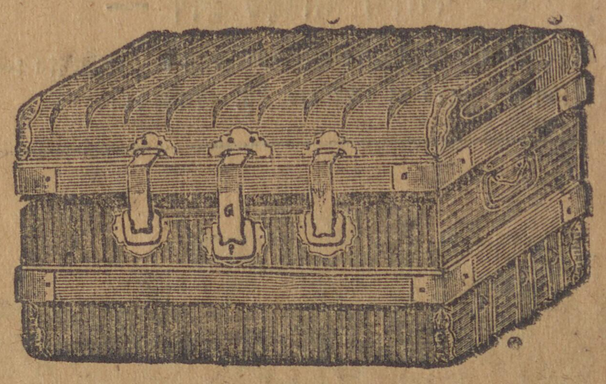

কহিনুর ১নং ট্রাঙ্ক।

বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—"সিন্‌কোনা" কলিকাতা।

ফোন নং ২১৮৩, বড়বাজার।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ।৫, ।১০

পোষ্টবক্স—৬৪৩]

[টেলিগ্রাম—সিমিলিকিওর

চিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, এবং ১০৪ শিশি ঔষধ। একখানি গৃহ চিকিৎসার পুস্তক ও ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫।০, ৬।৵০, ৮৸৵০, ১০৸৵০। ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক, সুগার অফ, মিল্ক, গ্লোবিউল, শিশি, কর্ক, থার্ম্মোমিটার ইত্যাদি সুলভ।

"হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা" মাসিক পত্রিকা বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চাঁদমার্কা পাচন

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্ক্সএর

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

নূতন জ্বর এক দিনে পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য হয়।

ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে নিয়মিত সেবনে রোগের আক্রমণ ভয় থাকে না।

সর্ব্বত্র এজেন্ট আছে।

সোল এজেণ্টস্ —
বসাক ফ্যাক্টরী
৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা

— সর্ব্বত্র সমাদৃত —

শুধু ঔষধের অকৃত্রিম গুণের জন্য। ৫০ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের যাবতীয় ঔষধ বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন প্রশংসিত। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই ঔষধালয়ের ব্যবহার দ্বারা গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন। নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটী পরীক্ষা করিয়া কথার সত্যতা উপলব্ধি করুন॥

১। "আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা"—স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, শুক্রতারল্য, প্রস্রাব সম্বন্ধীয় পীড়া নিবারণ করিতে অব্যর্থ। ৩২ বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

২। "অমৃতার্ণব অবলেহ"—ইহা অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার। ইহা স্নায়ু মজবুত করিতে ও মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। শুক্র বৃদ্ধি করিতে ও শুক্রকে সতেজ রাখিতে ইহা অনুপম মহৌষধ। কোষ্ঠ কাঠিন্য, অজীর্ণ রোগের সঞ্জীবনী সুধা। ইহা ব্যবহারে শরীরের অস্বাভাবিক গরম দুর করিয়া শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক করে। ২০ কুড়ি তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ দুই টাকা।

— অন্যান্য আবিষ্কৃত ঔষধ —

সমুহের বিবরণ জানিবার জন্য ক্যাটলগের জন্য কার্ড লিখুন। প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়। ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক স্যালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সুতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৴০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দুরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিস—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে
মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

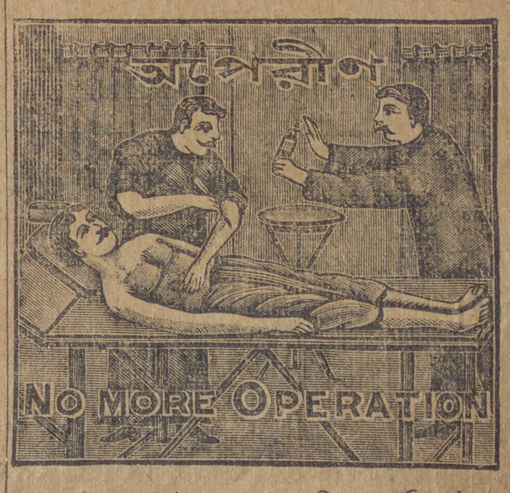

দেহে ছুরী বসান আর আবশ্যক হইবে না।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী এবং শরীরের যে কোন স্থানের ফোড়া, কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্যলাভ করিতেছেন। প্রারম্ভে লাগাইলেই বসিয়া যায় এবং বিলম্বে লাগাইলেই ফাটাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করে। গত বৎসর কংগ্রেস একজিবিসনে ও অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। মূল্য ১৲ ভিঃ, পিতে মাশুলাদি সমেত ১॥০ মাত্র।

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১॥০ টাকা। ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি সমেত ২।০ মাত্র।

সোল প্রোঃ **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

এজেন্টস্—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা।

পত্র লিখিলে ডাক্তারগণ ও এজেন্টগণকে বিনামূল্যে নমুনা দিয়া থাকি।